بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہٗ و نصلّی علیٰ رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

সাইয়্যেদা আমাতুল কুদ্দুস সাহেবা সহধর্মিণী সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব-এর স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

আল্লাহ্ তাআলার বিধান যে, যে কেউ এই পৃথিবীতে আসবে তাকে এখানে একটি সময় অতিবাহিত করে এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে, কিন্তু ভাগ্যবান তারা যাদের উত্তম স্মৃতি অবশিষ্ট রয়ে যায়, যারা মানুষের জন্য উপকারী, যারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরেছে, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর আজ্ঞা মেনে চলার চেষ্টা করে, যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রতি বয়াতের অঙ্গীকার রক্ষায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, যারা সত্যিকারের খিলাফতে আহমদীয়ার প্রতি অনুগত, যারা নাগরিক অধিকার আদায়ে যথাসম্ভব সচেষ্ট থাকে, যারা সর্বদা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে, যাদের জন্য মুখ থেকে কেবল প্রশংসার শব্দাবলী বের হয়, মহানবী (সা.) এর বাণী অনুসারে তাদের উপর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে থাকে।

এখন আমি এমনই এক ব্যক্তিত্বের স্মৃতিচারণা করতে শুরু করেছি, যিনি হলেন সাইয়্যেদা আমাতুল কুদ্দুস সাহেবা, যিনি ছিলেন হযরত ডক্টর মীর মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের কন্যা এবং সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেবের স্ত্রী। তিনি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর পুত্রবধূ ছিলেন। তিনি কাদিয়ানে থাকতেন, কিন্তু সম্প্রতি তিনি রাবওয়াতে তাঁর কন্যাদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, যেখানে তিনি ৯৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন। আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে তিনি এক নবমাংশ'র ওসীয়্যতকারী ছিলেন।

১৯৫১ সালের জলসা সালানা উপলক্ষে, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেবের সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন করেছিলেন। বিদায়ের সময় হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ছেলের পরিবর্তে পাত্রীপক্ষের তরফ থেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আল্লাহ্ তাঁকে তিন কন্যা ও এক পুত্র দান করেছিলেন। এক কন্যা আমাতুল আলিম সাহেবা, বর্তমানে সদর লাজনা পাকিস্তান, যিনি উকিল উল আলা তাহরিক-এ-জাদিদ জনাব মনসুর আহমেদ খান সাহেবের স্ত্রী। দ্বিতীয় কন্যা আমাতুল করীম সাহেবা ক্যাপ্টেন মজিদ সাহেবের স্ত্রী। তৃতীয় কন্যা, আমাতুর রউফ সাহেবা, ডক্টর ইব্রাহিম মুনিবের স্ত্রী। মির্যা কলিম আহমদ সাহেব তাঁর একমাত্র পুত্র আমেরিকায় বসবাস করেন।

সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসিম আহমেদ সাহেব তাঁর বিবাহের সময় পাকিস্তানে এসেছিলেন এবং তাঁর বিয়ের মাত্র কয়েকদিন পরেই তিনি তাঁর স্ত্রীকে কাদিয়ানে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করছিলেন। এমতাবস্থায় যেভাবে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের উত্থান-পতন চলতেই থাকে, সে দিনগুলোতেও একই রকম উত্তেজনা দেখা দেয়। এমন পরিস্থিতিতে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) তাঁকে বললেন, স্ত্রীর কাগজপত্র প্রস্তুত হতে থাকবে। তাই আপনি তাঁকে ছেড়ে অবিলম্বে কাদিয়ানে ফিরে যান। কারণ সেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পরিবারের একজন সদস্য থাকতে হবে।

তিনি [হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)] বললেন, বিমানে অবিলম্বে একটি সিট বুক করুন এবং প্লেন পাওয়া না গেলেও আপনাকে যেতে হবে, এমনকি যদি চার্টার্ড প্লেনও করতে হয়। তিনি (রা.) বলেন, আপনি যদি আপনার দৃষ্টান্ত না দেখান এবং কুরবানী না করেন তাহলে মানুষ কুরবানী করবে কিভাবে?

এই ত্যাগ স্বীকার সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেবের হলেও আমাতুল কুদ্দুস সাহেবার কুরবানীও ছিল অসাধারণ। কাগজপত্র কবে শেষ হবে তা জানা ছিল না, পরিস্থিতি ছিল উত্তেজনাপূর্ণ, এত কিছুর পরও ছিল যুগ খলিফার নির্দেশ, তাই তিনি খুশি মনে স্বামীকে বিদায় দিয়ে ধর্মকে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেন।

মোকররমা আমাতুল কুদ্দুস সাহেবার কাগজপত্র সম্পূর্ণ করতে প্রায় এক বছর সময় লেগেছিল এবং যখন তিনি কাদিয়ানে যেতে শুরু করেন, তখন তিনি বলেন যে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) আমাকে উম্মে নাসিরের বাড়িতে থাকার নির্দেশ দেন, যেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বহুবার পা রেখেছেন এবং তার আঙিনায় তিনি (আ.) দরসও প্রদান করেছেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁকে এই উপদেশও দিয়েছিলেন যে, লাজনার জামাতগুলিকে একত্রিত করতে হবে। সেইমতো সাহেবজাদী আমাতুল কুদ্দুস সাহেবা কাদিয়ানে গিয়ে জামা'তের নারীদের সংঘবদ্ধ করা এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) লন্ডনে আসার পর তাঁর প্রথম জুমার খুতবায় ইউরোপে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে দুটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক ত্যাগের ঘোষণা প্রদান করেন। মোকররমা আমাতুল কুদ্দুস সাহেবা, যিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভারতের সদর ছিলেন, তাঁর নেতৃত্বে লাজনা ভারত ত্যাগ স্বীকারে অসাধারণ সাফল্য লাভ করে। তিনি নিজেই এই তাহরিকে নিজের সমস্ত গহনা নিবেদন করেছিলেন।

১৯৯১ সালে, হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন কাদিয়ান সফরে আসেন, তখন তিনি লাজনা কাদিয়ানের আর্থিক ত্যাগের কথা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকরভাবে উল্লেখ করেন। তিনি (রাহে.) বলেন, আমি ভারতের সকল লাজনা সম্পর্কে বলতে পারব না, তবে কাদিয়ানের লাজনা সম্পর্কে বলতে পারি যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র রহমতে তারা আর্থিক ত্যাগের ক্ষেত্রে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতে চলেছে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যখন তাঁকে কাদিয়ানে পাঠান, তখন তিনি তাঁকে উপদেশও দিয়েছিলেন যে লাজনার জামাতগুলিকে একত্রিত করতে হবে। সেখানে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি প্রথমে কাদিয়ানের সাধারণ সম্পাদক হন, তারপর ১৯৫৫ সালে তিনি স্থানীয় লাজনার সদর নির্বাচিত হন, পরবর্তিতে তিনি লাজনা ভারতের সদর হয়েছিলেন। তাঁর পরিষেবার সময়কাল ছিল ৪৬ বছর।

আমাতুল কুদ্দুস সাহেবা পবিত্র কুরআনের একটি মহান খেদমত করেছেন। কাদিয়ানের ২৫০ জন মেয়েকে তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। ভারতে যে মেয়েরা এফ.এ. ইত্যাদি পাশ করত, তারা তিন মাস কাদিয়ানে আসত এবং তিনি তাদেরকে কুরআনের অনুবাদ শেখাতেন। তিনি অনেক চেষ্টা করে লাজনাদের সংঘবদ্ধ করে তুলেছিলেন। অতিথি সেবা তাঁর একটি অসাধারণ গুণ ছিল। তাঁর মেয়ে বলেন, তিনি আমাদের বাবার সবসময় পাশে থাকতেন। সে সময় খুব খারাপ অবস্থা ছিল আমাদের, দুপুরে শুধু মুগ ডাল হত, বাবা দুধ-দইয়ের জন্য একটি মহিষ রেখেছিলেন। অতিথি এলে যা পাওয়া যেত তাই দিতেন।

তিনি একজন আদর্শ স্ত্রী ছিলেন, কঠিন পরিস্থিতিতে সহায়ক ছিলেন। কখনো কোন দাবী করতেন না। যা মাসোহারা পেতেন তা সানন্দে ব্যয় করতেন। তিনি পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন, এবং উত্তম আচরণের মহিলা ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং সাহায্যের সাথে খুব কমই শুনতে পেতেন, তা সত্ত্বেও তিনিও খুব সুখী জীবনযাপন করেছেন। যখনই তাঁকে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হত, তিনি সর্বদা আল্‌হামদুলিল্লাহ্ বলতেন। যুগ খলিফার পক্ষ থেকে কোনো তাহরিক হলে সর্বপ্রথম চাঁদা প্রদান করতেন কাদিয়ানে মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব ও তাঁর স্ত্রী। তাঁর মেয়ে বলেন, আমরা যদি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে কোনো ভুল করতাম এবং আমাদের মা অন্য ঘরে থাকতেন, তাহলে তিনি সেখান থেকে আমাদের সংশোধন করে দিতেন। মনে হত যেন কুরআন তাঁর মুখস্ত ছিল। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা মানুষের সুখে দুঃখে শামিল ছিলেন।

কাদিয়ানের মেয়েদের তিনি সেলাই শেখান। তিনি কাদিয়ানে সবার সাথে মিলেমিশে থাকার সংস্কৃতি তৈরি করেছিলেন। ভারত ভাগের পর হযরত আম্মা জান (রা.)-কে রতন বাগ, লাহোর এবং তারপর রাবওয়াহ্‌র মাটির ঘরে পবিত্র কুরআন ও মালফুযাত পাঠ করে শোনানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় সম্পত্তির অংশ এবং ওসীয়্যত পরিশোধ করেছিলেন। একইভাবে, তিনি তাহরিক-ই-জাদিদের দফতর আওয়াল-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সন্তানদের সময়ে নামায পড়ার উপদেশ দিতেন।

অনেক মেয়েকে তিনি বড় করেছেন। তাদের ভালভাবে তরবিয়ত করেছেন এবং তারপর তাদের বিয়ে দিয়েছেন। দরবেশের যুগে যখন আর্থিক অবস্থা খুবই দুর্বল ছিল, কোনো দরবেশের মেয়ের বিয়ে হলে তিনি তাকে নিজের গয়নাগুলো পরতে দিতেন যতক্ষণ তার মন চাইত সে গয়নাগুলি পরে থাকত, তারপর অন্য কোনো মেয়ের বিয়ে হলে গয়নাগুলো আবার তাকে পরতে দেওয়া হতো।

লোকেরা তাদের আমানত তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখত এবং তিনি অত্যন্ত সততার সাথে সমস্ত আমানতের যত্ন নিতেন। দরবেশদের বিধবা স্ত্রীদের নিজে গিয়ে ঈদ উপহার প্রদান করতেন।

তাঁর পুত্র বলেন, অধিকাংশ মেহমান দারুল মসীহ-এ থাকতেন এবং আমাদের মা এগারো বারো বছরের বাচ্চাদেরকে নিজে প্রশিক্ষণ দিতেন কিভাবে ঘরের মেহমানদের খেয়াল রাখতে হয়। সরকারি কর্মকর্তাদের স্ত্রীদেরও তিনি জামা'তের পরিচয় তুলে ধরতেন। তিনি গরীবদের প্রতি বিশেষ যত্নশীল ছিলেন।

সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি দশ বছর কাদিয়ানে বসবাস করেন। এরপর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁর মেয়েরা তাঁকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে। এতদসত্ত্বেও তিনি বলতেন, আমি খলিফার অনুমতি ছাড়া কাদিয়ানের বাইরে বেশিদিন থাকব না। তিনি আমাকে লিখেছিলেন, আমি উত্তর দিয়েছিলাম যে আপনি যতক্ষণ চান থাকতে পারেন।

অনেক অমুসলিমও তাঁর জানাযায় অংশ নেন। কাদিয়ানের লোকেরা তাঁকে ভালবাসত এবং তিনি কাদিয়ানবাসীকে ভালবাসতেন। কাদিয়ানের মহিলাদের কাছ থেকে অনেক চিঠি এসেছে, যারা তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে উল্লেখ করেছে, একইভাবে কাদিয়ানের প্রবীণ বাসিন্দাদের পুরুষ বংশধররাও লিখেছেন যে

তিনি আমাদের মায়ের মতো লালনপালন করেছেন।

খিলাফতের সাথে তাঁর ছিল দারুণ আন্তরিক সম্পর্ক। তিনি হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি (রা.)'র প্রতি যে নম্রতা ও আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন, তা অব্যাহত ছিল, এবং আমার সাথেও একই সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। এটি একটি দৃষ্টান্ত। এখানেও অত্যন্ত ভদ্রতা ও শ্রদ্ধার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। আমি যখন ২০০৫ সালে কাদিয়ানে গিয়েছিলাম, উদ্বেগের সাথে আতিথেয়তার চেষ্টা করেছেন। তারপর প্রতিটি সাক্ষাতে তিনি অত্যন্ত খুশি হতেন যা তার চোখে মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠত। ২০০৫ সালে, অসুস্থতা সত্ত্বেও, তিনি কাদিয়ান থেকে দিল্লিতে এসেছিলেন আমাকে বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে।

কাদিয়ানবাসীদের প্রতি তাঁর যে ভালবাসা ছিল আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে একে অপরের প্রতি সেই একই ভালবাসা নিয়ে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন। এখন কাদিয়ানে এমন কেউ নেই যে সরাসরি হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পরিবারের সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ্ করুন যেন এমন ব্যবস্থা হয় যে কেউ সেখানে যেতে পারে। আল্লাহ মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন।

পরিশেষে হুজুর আনোয়ার জনাব মুহাম্মদ আরশাদ আহমদী সাহেব ইউকে-এর জানাযা হাজির এবং জনাব আহমেদ জামাল সাহেব আফ্রিকান-আমেরিকানের গায়েবানা জানাযা পাঠ করার ঘোষণা প্রদান করে তাঁদের উত্তম গুণাবলীর স্মৃতিচারণা করেন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
15 September 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....P.O.....
Distt.....Pin.....W.B

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in